"জ্ঞানেন বৈয়াসকি-শব্দিতেন ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলম্"। অর্থাৎ বৈয়াসকি শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক কথিত জ্ঞানসাধনের দ্বারা যে পরীক্ষিত মহারাজ গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল লাভ করিয়াছিলেন। অতএব, এই প্রকরণের অর্থ প্রথমস্কন্ধ অষ্টাদশ অধ্যায় হইতে শ্রীসূতগোস্বামীপাদই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—"হে শৌনক! যে পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্রহ্মশাপোত্থিত তক্ষক হইতে প্রচুরতর ভয়হেতু প্রাণনাশজন্য কোনপ্রকার মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না; কারণ তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রাণমন সব অর্পণ করিয়াছিলেন। হে শৌনক! ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে—যাঁহারা আসক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরিকথামৃত আস্বাদন করেন, তাঁহাদের মহিমাও শ্রীভগবানের মত অতি পবিত্র। সেই সকল মহাভাগবতগণের মৃত্যুকালেও কোনপ্রকার সম্ভ্রম উপস্থিত হয় না। কারণ তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণচরণ-কমল স্মরণ করেন বলিয়া দেহাদি অনুসন্ধান করিবার অবসর থাকে না। যাহাদের দেহানুসন্ধান আছে, তাহাদেরই মৃত্যু হইতে ভয় হইয়া থাকে"।

এইপ্রকার পূর্ব্বে প্রথমস্কন্ধের অন্তে ১৯।৩৭ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীপাদের নিকটে যে প্রশ্নটি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ যোগীগণের পরমগুরু আপনাকে যাহা হইতে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়, সেই সংসিদ্ধিটি জিজ্ঞাসা করিতেছি। মুমূর্ষু মানবের এই সংসারে যেটি অবশ্যকর্ত্তব্য, সেইটি আমার নিকটে প্রকাশ করুন। এই শ্রীপরীক্ষিৎকৃত প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে দ্বাদশস্কন্ধেরই তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকমুনি স্বয়ংই শ্রীভগবদ্ধ্যান ও কীর্ত্তন অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে উপদেশ করিয়াছেন। যথা—হে রাজন্! যখন বিদ্যা, তপস্যা প্রাণনিরোধ, সর্ব্বজীবে বন্ধুভাব, তীর্থযাত্রা, ব্রত, দান, জপ প্রভৃতি রাশি রাশি সাধনেও অন্তরাত্মা (জীব) তেমন শুদ্ধিলাভ করে না, ভগবান্ শ্রীহরিকে চিন্তা করিলে যেমন শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রকারে কেশবকে হৃদয়ে ধারণা কর। তুমি মুমূর্ষু সময়েও যদি হরিকে হৃদয়ে রাখিতে পার, তাহা হইলে অবশ্যই পরমাগতি লাভ করিবে—এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। ম্রিয়মানজনের পরমেশ্বর শ্রীহরিকে ধ্যান করাই প্রধান কর্ত্তব্য। যেহেতু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসম্ভব শ্রীভগবান্ নিজ স্মরণকারী ভক্তকে আপনার স্বরূপ অবশ্যই প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। হে রাজন! যদ্যপি কলিযুগ অশেষ দোষের আকর, তথাপি তাহার একটি মহীয়ান্ গুণ এই যে—"একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই সমস্ত আসক্তির বন্ধন নির্ম্মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে।" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশুকদেব